ভর্তি নির্দেশিকা

কৃষি বিষয়ে ডিগ্রি প্রদানকারী সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ১ম বর্ষ স্নাতক শ্রেণীতে ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু আবেদনকারীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

১। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নাম ও আসন সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	আসন সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	১১১৬
২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	৩৩০
৩.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৭০৪
৪.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	৪৩১
৫.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী	৪৪৩
৬.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	২৪৫
৭.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	১৫০
	সর্বমোট =	**৩৪১৯**

২। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন সংখ্যা

২.১। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

অনুষদ/ইনস্টিটিউট	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন		মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/আদিবাসী	
ভেটেরিনারি অনুষদ	ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)	১৭০	৯	১	১৮০
কৃষি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)	৩০৪	১৫	১	৩২০
পশু পালন অনুষদ	বি.এসসি. ইন এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি (অনার্স)	১৭০	৯	১	১৮০
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স (অনার্স)	১০০	৫	১	১০৬
কৃষি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং	৯৪	৫	১	১০০
	বি.এসসি. ইন ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৮	২	--	৫০
	বি.এসসি. ইন বায়োইনফরমেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং	২৮	২	--	৩০
ফিশারিজ অনুষদ	বি.এসসি. ইন ফিশারিজ (অনার্স)	১১৩	৬	১	১২০
ইন্টারডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি	বি.এসসি. ইন ফুড সেফটি ম্যানেজমেন্ট	২৮	২	--	৩০
	সর্বমোট =	১০৫৫	৫৫	৬	১১১৬

27.08.2020

২.২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন		মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/আদিবাসী	
কৃষি অনুষদ	বিএস (কৃষি)	১০১	৬	৩	১১০
ফিশারিজ অনুষদ	বিএস (ফিশারিজ)	৫৫	৩	২	৬০
ভেটেরিনারি মেডিসিন এ্যান্ড এ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদ	ডিভিএম (ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন)	৫৫	৩	২	৬০
কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন অনুষদ	বিএস (কৃষি অর্থনীতি)	৯২	৫	৩	১০০
	সর্বমোট =	৩০৩	১৭	১০	৩৩০

২.৩। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন						মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/আদিবাসী	দলিত	হরিজন	বিকেএসপি	সিটমহল	পোষ্য	
কৃষি অনুষদ	বি.এসসি.ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)	৩৫০	১৮	৪	১	১	১	১	১১	৩৮৭
এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদ	বি.বি.এ ইন এগ্রিবিজনেস	৬০	৩	২	১	১	১	১	২	৭১
	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স (অনার্স)	৬০	৩	২	১	১	১	১	২	৭১
এ্যানিমেল সাইন্স এ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ	বি.এসসি. ইন ভেটেরিনারি সাইন্স এন্ড এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি (অনার্স)	১০০	৫	২	১	১	১	১	৩	১১৪
ফিশারিজ, একোয়াকালচার এন্ড মেরিন সাইন্স অনুষদ	বি.এসসি. ইন ফিশারিজ (অনার্স)	৫০	৩	২	১	১	১	১	২	৬১
	সর্বমোট =	৬২০	৩২	১২	৫	৫	৫	৫	২০	৭০৪

২.৪। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন				মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতি	অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতি/আদিবাসী	বিকেএসপি	
ভেটেরিনারি, এনিম্যাল ও বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ	ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)	৯২	৫	১	১	১	১০০
কৃষি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)	৮১	৪	১	১	১	৮৮
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	বি.এসসি. ইন ফিসারিজ (অনার্স)	৬৯	৩	১	১	১	৭৫

২১.০৪.২০২১

কৃষি অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স (অনার্স)	৫৮	৩	১	১	১	৬৪
কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৮	৩	১	১	১	৬৪
বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ	বি.এসসি. ইন বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (অনার্স)	৩৫	২	১	১	১	৪০
	মোট =	৩৯৩	২০	৬	৬	৬	৪৩১

২.৫। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন						
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/ আদিবাসী	পোষ্য	প্রতিবন্ধী	প্রবাসীর সন্তান	হরিজন/ দলিত	বিকেএসপি	মোট
কৃষি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)	২০০	১০	৪	২	৪	৪	২	১	২২৭
মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ	বি.এসসি. ইন ফিশারিজ (অনার্স)	৬০	৩	২	১	২	২	১	১	৭২
এ্যানিমেল সায়েন্স এ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ	ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)	৬০	৩	২	১	২	২	১	১	৭২
	বি.এসসি. ইন এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি (অনার্স)	৬০	৩	২	১	২	২	১	১	৭২
	সর্বমোট =	৩৮০	১৯	১০	৫	১০	১০	৫	৪	৪৪৩

২.৬। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন		মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/আদিবাসী	
ভেটেরিনারি মেডিসিন অনুষদ	ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম)	৯৪	৩	৩	১০০
ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অনুষদ	বি. এসসি. ইন ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (সম্মান)	৭৪	৩	৩	৮০
ফিশারিজ অনুষদ	বি. এসসি. ইন ফিশারিজ (সম্মান)	৫৯	৩	৩	৬৫
	সর্বমোট =	২২৭	৯	৯	২৪৫

২৭.০৪.২০২১

২.৭। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

অনুষদ	ডিগ্রির নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত আসন		মোট
			মুক্তিযোদ্ধা	উপজাতি/আদিবাসী	
ভেটেরিনারি, এনিম্যাল অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস অনুষদ	বি.এসসি. ইন ভেটেরিনারি সাইন্স এন্ড এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি	২৭	২	১	৩০
এগ্রিকালচার অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচার (অনার্স)	২৭	২	১	৩০
ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান সায়েন্সেস অনুষদ	বি.এসসি. ইন ফিশারিজ (অনার্স)	২৮	১	১	৩০
এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড এগ্রিবিজনেস স্টাডিজ অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স (অনার্স)	২৮	১	১	৩০
এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ	বি.এসসি. ইন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং	২৮	১	১	৩০
	সর্বমোট =	১৩৮	৭	৫	১৫০

৩। আবেদন করার যোগ্যতা

ক) যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৭/২০১৮ সালে এসএসসি/সমমান এবং ২০১৯/২০২০ সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ হতে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সহ উত্তীর্ণ হয়েছে, কেবলমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবে।

খ) আবেদনকারীর এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটিতে চতুর্থ বিষয় ব্যতীত ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ এবং সর্বমোট ন্যূনতম জিপিএ ৮.০০ থাকতে হবে। তবে মোট আসন সংখ্যার ১০ (দশ) গুণ প্রার্থীকে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে।

গ) O এবং A লেভেল পাসকৃত প্রার্থীর ক্ষেত্রে O লেভেল পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং A লেভেল পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় প্রতিটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ এবং সর্বমোট ন্যূনতম জিপিএ ৮.০০ থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, O এবং A লেভেল এর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে A গ্রেডের জন্য ৫, B গ্রেডের জন্য ৪, C গ্রেডের জন্য ৩.৫ এবং D গ্রেডের জন্য ৩ পয়েন্ট গণ্য করা হবে।

৪। আবেদনের নিয়মাবলী

ক) আবেদন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য www.admission-agri.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটের ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

খ) মোবাইল ফোন নম্বর প্রদানের স্থানে নিজের ফোন নম্বর প্রদান করতে হবে। sms এর মাধ্যমে PIN/লগইন পাসওয়ার্ড ও ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি এ নম্বরে জানানো হবে।

গ) কোটায় আবেদনকারীদেরকে কোটা সংক্রান্ত সনদ এবং O/A লেভেলের আবেদনকারীদেরকে O/A লেভেল পরীক্ষার ট্রান্সক্রিপ্ট এর স্ক্যান-কপি অনলাইন আবেদন ফরমের নির্ধারিত স্থানে আপলোড করতে হবে। কোটায় আবেদনকারী না হলে কোটার ঘরে 'সাধারণ' নির্বাচন/সিলেক্ট করতে হবে।

27.08.2023

৫। আবেদন ফি

আবেদন ফি টাকা ১০০০/- (এক হাজার) মাত্র 'নগদ', 'বিকাশ' বা 'রকেট'- এর মাধ্যমে অনলাইন ফরমের নির্ধারিত স্থানে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক জমা দিতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে ফি জমা দিতে না পারলে আবেদনের শেষ তারিখের মধ্যে তা জমা দিতে হবে। যেহেতু মোট আসন সংখ্যার ১০ (দশ) গুণ প্রার্থীকে এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, সেহেতু যে সকল প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না, তাদেরকে আবেদন সংক্রান্ত প্রসেসিং ফি বাবদ ৩০০.০০ টাকা কেটে রেখে অবশিষ্ট ৭০০.০০ টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। এজন্য আবেদনের সময় অনলাইন ফরমের নির্ধারিত স্থানে 'নগদ', 'বিকাশ' বা 'রকেট'-এর অবশ্যই একটি নিজস্ব একাউন্ট নম্বর দিতে হবে, যার মাধ্যমে আবেদনকারীকে টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

৬। আবেদন ফি এবং ভর্তি ফি জমাদানের প্রক্রিয়া

- ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে পেমেন্ট পদ্ধতি হিসেবে 'নগদ', 'বিকাশ' বা 'রকেট'-এর যে কোন একটি মাধ্যমকে সিলেক্ট করলে যে স্ক্রিন/ইন্টারফেস আসবে তাতে মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্টের নম্বর দিতে হবে এবং শর্তাবলীতে সম্মতি দিয়ে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।
- উক্ত মোবাইল একাউন্ট নম্বরে sms-এর মাধ্যমে একটি ভেরিফিকেশন কোড বা One Time Password (OTP) আসবে। সেটি পেমেন্ট স্ক্রিন/ইন্টারফেস-এ ইনপুট দিয়ে পরবর্তী ধাপে যেতে হবে।
- এরপর একাউন্ট নম্বরের পিন দিতে হবে এবং পেমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে। পেমেন্ট সফল হলে সাথে সাথেই একটি কনফার্মেশন sms পাওয়া যাবে।

৭। পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ

আবেদনকারী যে বিশ্ববিদ্যালয়/কেন্দ্র হতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা পরীক্ষা কেন্দ্রের পছন্দক্রমের ঘরে নির্বাচন করতে হবে। এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সমূহের মোট নম্বরের মেধাক্রম এবং কেন্দ্রের পছন্দক্রমের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারিত হবে।

৮। ছবি আপলোড

যে সকল প্রার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, তাদের তালিকা প্রকাশের পর হতে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার পূর্ব পর্যন্ত পাসপোর্ট আকারের সম্প্রতি তোলা একটি রঙ্গিন ছবির সফ্ট কপি (৫০ কিলোবাইটের মধ্যে jpg ফরম্যাটে) লগইন করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ছবি ব্যতীত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে না।

৯। পরীক্ষার বিষয় ও নম্বর বন্টন

MCQ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় এইচএসসি/সমমান পর্যায়ের ইংরেজিতে ১০, প্রাণিবিজ্ঞানে ১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞানে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ২০, রসায়নে ২০ এবং গণিতে ২০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

27.08.2023

১০। ফলাফল প্রস্তুতি

মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সাথে এসএসসি/সমমানের জন্য ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের জন্য ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করতঃ মেধা ও অপেক্ষমান তালিকা তৈরি করা হবে যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এসএসসি/সমমানের জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ৪০০ নম্বরের জন্য ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে ৮০০ নম্বরের জন্য ২৫ বিবেচনা করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক একজন প্রার্থী উল্লিখিত বিষয়সমূহে এসএসসি/সমমানে ৪০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে মোট ৩২৭ নম্বর এবং এইচএসসি/সমমানে ৮০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে মোট ৬৭৩ নম্বর। সেক্ষেত্রে ফলাফল প্রস্তুতির সময় তার এসএসসি/সমমানের নম্বর হবে (৩২৭/৪০০)×২৫= ২০.৪৩৭৫ এবং এইচএসসি/সমমানের নম্বর হবে (৬৭৩/৮০০)× ২৫= ২১.০৩১২৫। O এবং A লেভেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

ফলাফল প্রস্তুতের সময় যদি একাধিক প্রার্থীর মোট নম্বর সমান হয়ে যায় তবে তাদের মধ্যে মেধাক্রমে কে আগে ও পরে হবে তা নির্ধারণে নিম্নের প্রাধান্যক্রম অনুসরণ করা হবে, অর্থাৎ যার নম্বর বেশি হবে সে প্রাধান্য পাবে; ক) ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর, খ) এইচএসসি/সমমানের উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রাপ্ত মোট নম্বর, গ) এইচএসসি/সমমানের প্রথমে জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর এবং শেষে গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, ঘ) এসএসসি/সমমানের প্রথমে জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর রসায়ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, তারপর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর এবং শেষে গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর। এরপরও যদি একাধিক প্রার্থীর মোট নম্বর একই সমান পাওয়া যায় তখন যে আগে আবেদন করেছিল তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

১১। অপশন/পছন্দক্রম প্রদান

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মেধা ও অপেক্ষমান তালিকায় স্থান প্রাপ্তদেরকে কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহের অপশন/পছন্দক্রম প্রদান করার জন্য সময় দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে পছন্দক্রম প্রদান করতে হবে। একবার পছন্দক্রম প্রদান করা হলে উক্ত সময়ের মধ্যে তা আবার পরিবর্তন করা যাবে। তবে নির্ধারিত সময়ের পর কোনভাবেই আর পছন্দক্রম পরিবর্তন করা যাবে না। মেধাক্রম ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে প্রার্থীগণ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিষয়ের/ডিগ্রির জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হবে তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং sms-এর মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হবে।

১২। কোটা, O এবং A লেভেল পাসকৃত প্রার্থীদের ডকুমেন্টস যাচাই

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর মেধা ও অপেক্ষমান তালিকায় স্থান প্রাপ্ত কোটা/O এবং A লেভেল পাসকৃত প্রার্থীদের ডকুমেন্টস যাচাইয়ের জন্য সময় বেধে দেওয়া হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে তাদেরকে কোটা O এবং A লেভেলের মূল ডকুমেন্টসসহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে। যাচাই শেষে যে সকল প্রার্থীর ডকুমেন্টস সঠিক হিসেবে বিবেচিত হবে শুধু তারাই কোটা/ O এবং A লেভেলের সুবিধা পাবে।

কোটার প্রার্থীদেরকে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টস সাথে নিয়ে আসতে হবে:

(ক) মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ। মুক্তিযোদ্ধার নাতি/নাতনিদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার অমুক পুত্র/কন্যার সন্তান এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক সনদ;

(খ) উপজাতি/আদিবাসী কোটার জন্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সনদ;

(গ) প্রতিবন্ধী কোটার জন্য উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার সনদ;

(ঘ) হরিজন-দলিত কোটার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সনদ;

(ঙ) পোষ্য এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত সনদ;

(চ) প্রবাসীর সন্তানের ক্ষেত্রে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রদত্ত সনদ;

(ছ) বিকেএসপির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সনদ;

(জ) সিটমহলের ক্ষেত্রে জেলা প্রসাশন কর্তৃক প্রদত্ত সনদ।

২১.০৪.২০২৩

১৩। ভর্তি প্রক্রিয়া

(ক) ভর্তি প্রক্রিয়া দুইটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদেরকে ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে (www.admission-agri.org) 'নগদ', 'বিকাশ' বা 'রকেট'-এর মাধ্যমে ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা জমাদানপূর্বক ভর্তি-প্রার্থীতা নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তিচ্ছু প্রার্থী যদি তার বিশ্ববিদ্যালয়/বিষয়/ডিগ্রির অটোমাইগ্রেশন বন্ধ করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই ভর্তির পর অনলাইনে গিয়ে (www.admission-agri.org) অটোমাইগ্রেশন অপশনটি বন্ধ করে দিতে হবে।

(খ) ভর্তির পর আসন খালি থাকা সাপেক্ষে অটোমাইগ্রেশন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসনসমূহের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। উল্লিখিত খালি আসনসমূহে ভর্তি হতে আগ্রহী অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদেরকে অনলাইনে গিয়ে ভর্তির আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। আগ্রহ প্রকাশ করা অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের মধ্য হতে শূন্য আসনসমূহে মেধাক্রম ও পছন্দক্রম অনুযায়ী প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়/ডিগ্রি নির্বাচন করা হবে। এই তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং sms-এর মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে **ভর্তি প্রক্রিয়ার ধারা নং ১৩ (ক)-এ** বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ভর্তির প্রথম ধাপ সম্পন্ন করতে হবে। অটোমাইগ্রেশনের যে কোন পর্যায়ে অটোমাইগ্রেশন বন্ধ করতে চাইলে অনলাইনে লগইন করে তা করতে হবে।

(গ) পরবর্তীতে যদি আসন খালি থাকে, তবে **ভর্তি প্রক্রিয়ার ধারা নং ১৩ (খ)-এ** বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। কতবার অটোমাইগ্রেশন হবে তা আসন খালি থাকার উপর ভিত্তি করে কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে, যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং sms-এর মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হবে।

(ঘ) সর্বশেষ অটোমাইগ্রেশন ও ভর্তির প্রথম ধাপ সম্পন্ন হওয়ার পর ভর্তি হওয়া প্রার্থীদের রোল নম্বর ও নামসহ প্রত্যেকের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়/ডিগ্রির তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং sms-এর মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হবে।

(ঙ) ভর্তির দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত ভর্তি ফি এর পরিমাণের সাথে প্রথম ধাপে জমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বয় করতঃ অবশিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিতে হবে। এরপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এবং ভর্তির জন্য মূল ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও কোটা ডকুমেন্টস জমা দিয়ে ভর্তির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য, ভর্তির দ্বিতীয় ধাপে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচিত কোন প্রার্থী তার প্রযোজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে, অথবা ভর্তি ফি এর অবশিষ্ট টাকা জমা না দিলে, বা মূল ডকুমেন্টস-এর কোন একটি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার ভর্তির সুযোগ থাকবে না। প্রার্থীদেরকে পূর্বে জমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বয় করতঃ আর কত টাকা ভর্তি ফি জমা দিতে হবে তা sms-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং ওয়েবসাইটে লগইন করেও প্রার্থীরা জেনে নিতে পারবে।

১৪। ভর্তি বাতিল

ভর্তিকৃত কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি বাতিল করে তার ট্রান্সক্রিপ্ট এবং অন্যান্য ডকুমেন্টস ফেরৎ নিতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে হবে। এর জন্য ১০,০০০.০০ টাকা 'ভর্তি বাতিল ফি' জমা দিতে হবে।

১৫। বিবিধ

ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রয়োজনে কমিটি যে কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও পরিমার্জনের অধিকার রাখে।

27.08.2023

২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ

নং	বিষয়	তারিখ ও সময়
১.	আবেদন গ্রহণ শুরু ও শেষ	০২ মে থেকে ১০ জুন ২০২১
২.	যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে, তাদের তালিকা প্রকাশ ও ছবি আপলোড শুরু	১৭ জুন ২০২১
৩.	প্রবেশপত্র ডাউনলোড	০১ জুলাই থেকে ২৫ জুলাই ২০২১
৪.	ওয়েবসাইটে আসন বিন্যাস প্রকাশ	২৫ জুলাই ২০২১
৫.	ভর্তি পরীক্ষা	৩১ জুলাই ২০২১ (শনিবার) সকাল ১১:৩০ থেকে দুপুর ১২:৩০
৬.	ফলাফল প্রকাশ	০৫ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে
৭.	মেধা ও অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের (কোটাসহ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়সমূহের অপশন প্রদান	০৭ আগস্ট থেকে ১২ আগস্ট ২০২১
৮.	কোটায় নির্বাচিত মেধা ও অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের কোটা সংক্রান্ত ডকুমেন্টস যাচাইয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এ মূল-ডকুমেন্টস নিয়ে সশরীরে উপস্থিত হওয়া	০৯ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট ২০২১, প্রতিদিন সকাল ১০:০০ থেকে বিকেল ৪:০০
৯.	মেধা তালিকার প্রার্থীদের প্রাপ্ত বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামসহ ফলাফল প্রকাশ	১৭ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে
১০.	মেধা তালিকার প্রার্থীদের অনলাইনে ভর্তি ফি এর প্রথম অংশ ১০,০০০.০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ নিশ্চিত করা ও ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা	২২ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট ২০২১
১১.	অটোমাইগ্রেশন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসনের (যদি থাকে) জন্য অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত বিষয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামসহ ফলাফল প্রকাশ	৩১ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে
১২.	অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের অনলাইনে ভর্তি ফি এর প্রথম অংশ ১০,০০০.০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা	০২ সেপ্টেম্বর থেকে ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
১৩.	দ্বিতীয় অটোমাইগ্রেশন সম্পন্ন করার পর শূন্য আসনের (যদি থাকে) জন্য অবশিষ্ট অপেক্ষমান তালিকার প্রার্থীদের মেধাক্রম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় ভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে

২১.০৪.২০২১

১৪.	দ্বিতীয়বার অপেক্ষমান তালিকা হতে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে অনলাইনে ভর্তি ফি এর প্রথম অংশ ১০,০০০.০০ টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ নিশ্চিত করা ও ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১
১৫.	ভর্তির প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করা প্রার্থীদেরকে সর্বশেষ অটোমাইগ্রেশনের পর প্রাপ্ত নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য ভর্তি ফি এর সাথে পূর্বে জমাকৃত ১০,০০০.০০ টাকা সমন্বয় করা এবং মূল ট্রান্সক্রিপ্ট, প্রশংসাপত্র ও কোটা ডকুমেন্টস জমা দিয়ে ভর্তির কার্যক্রম চূড়ান্ত করা [এর কোনরূপ ব্যত্যয় হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে]।	২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১
১৬.	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ শুরুর তারিখ	ভর্তি সম্পন্ন হওয়ার পর স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে

প্রফেসর ড. মো. গিয়াসউদ্দীন মিয়া
ভাইস-চ্যান্সেলর, বশেমুরকৃবি
ও
সভাপতি, কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি।